যুগান্তর

MAY 09 2002

তারিখ ....

পৃঃ ১৬ কলাম ২

২০ ও ২১তম বিসিএস পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ বানোয়াট

—অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন পিএসসি'র সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মোস্তফা চৌধুরী সম্পর্কে প্রকাশিত দুর্নীতির শ্বেতপত্রের উত্থাপিত ২০ ও ২১তম বিসিএস পরীক্ষায়

বানোয়াট : পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

বানোয়াট : বিসিএস

অনিয়মের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, পিএসসি সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি কোটা নীতি অনুসরণ করে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। এখন নানারকম অসত্য অনিয়মের প্রশ্ন তুলে শুধু যে কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে তা নয়, বরং চাকরিরত মেধাবী প্রার্থীদেরও হেয় করা হচ্ছে। এটা কোন অবস্থাতেই চাকরি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার সহায়ক নয়। তিনি পিএসসি'র সাবেক চেয়ারম্যান হিসাবে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেন।

দীর্ঘ বিবৃতিতে অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী বলেন, ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য কমিশন আহ্বান জানালেও সরকার তা না করে পরিকল্পিতভাবে একতরফা তদন্তের দ্বারা প্রকৃত তথ্য উদঘাটন ছাড়া পিএসসি'র মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে জনসমক্ষে হেয় করা ও এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী বিবৃতিতে আরও বলেন, নবীরুল ইসলাম নামের একজন প্রার্থীর পিতা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মনোনয়ন দেয়া হয়েছে বলে শ্বেতপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু একজন প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কিনা তা তার পিতা-মাতার নামে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক জারিকৃত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ দ্বারা বিচার্য। নবীরুল ইসলামের পিতার নামে সনদ জারি হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে তাকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ এলে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানো হয়। এ সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মাগুরার জেলা প্রশাসকের দুটি তদন্ত রিপোর্ট দু'রকম হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। অথচ ওই কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে একই বিষয়ে মামলা এবং শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধার সর্বনিম্ন বয়স কত হবে সে বিষয়ে সরকারের কোন নীতিমালা নেই।

২১তম বিসিএস পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ খণ্ডন করে মোস্তফা চৌধুরী বলেন, ২১তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে আসেনি। ওই পরীক্ষার বিষয়ে এ পর্যায়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। তিনি জানান, শ্বেতপত্রে অভিযুক্ত ২১তম বিসিএসের তিনজন প্রার্থীর বিষয়ে কমিশনের অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর তা তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পাঠানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বা পরিচালককে দায়ী করার প্রশ্ন ওঠে না।